এস. কৃষ্ণ শারদা

বনাম

অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্যরা

(২০১৭ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১০৮১)

১৩ই ডিসেম্বর, ২০১৯

[আরুন মিশ্রা, এম. আর. শাহ এবং বি. আর. গাভাই, বিচারপতিগন]

শিক্ষা/শিক্ষাগত সংরক্ষণ – এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি – এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য খেলাধুলা ও খেলাধুলা বিভাগে সংরক্ষণ দাবি করে আপিলকারী প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিয়েছেন – ভর্তির ক্ষেত্রে যথাযথ অগ্রাধিকার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে – তাৎক্ষণিকভাবে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন – জেসমিন কৌর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি মঞ্জুর করার জন্য আপিলকারীকে কোনও নির্দেশ জারি করা যাবে না তবে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করা হয়েছে – একজন ছাত্র/মেধাবী প্রার্থী, তার কোনও দোষ ছাড়াই এবং যিনি বিলম্ব ছাড়াই দ্রুত তার আইনি অধিকার অনুসরণ করেছেন, তাকে ত্রাণ হিসাবে ভর্তি অস্বীকার করা যেতে পারে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন, কারণ ৩০শে সেপ্টেম্বরের কাট-অফ তারিখ অতিক্রান্ত হয়েছে – যদি ক্ষতিপূরণই একমাত্র ত্রাণ যা আদালত দিতে পারে – আশা বনাম পণ্ডিত বি.ডি. শর্মা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের মধ্যে দ্বন্দ্ব ইউএইচএস এবং চণ্ডীগড় প্রশাসন। বনাম জেসমিন কৌর - বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো বিষয়টি - বিচারাধীন: ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, যদি আদালত অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে দেখেন যে প্রার্থীর কোনও দোষ নেই এবং প্রার্থী কোনও বিলম্ব ছাড়াই দ্রুত তার আইনি অধিকার অনুসরণ করেছেন, তবে দোষটি কেবল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এবং, যদি নির্ধারিত সময়সূচী - ৩০শে সেপ্টেম্বর, সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য, আদালত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এবং বিরলতম ক্ষেত্রে আসন বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়ে একই বছরে ভর্তির নির্দেশ দেয় - তবে, এটি এক বা দুটি আসনের বেশি হওয়া উচিত নয় এবং এই ধরনের ভর্তি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে এক মাসের মধ্যে, অর্থাৎ কাট অফ ডেটের মধ্যে আদেশ দেওয়া যেতে পারে - কোনও পরিস্থিতিতেই, আদালত ৩০শে অক্টোবরের পরে একই বছরে ভর্তির আদেশ দেবে না - এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আদালত বিভাগের মেধা তালিকার নীচের প্রার্থীকে প্রদত্ত ভর্তি বাতিল করার আদেশও দিতে পারে তবে, শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে -

যদি শিক্ষাবর্ষেই কোনও প্রার্থীকে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনও ছাড় দেওয়া না যায়, তাহলে আদালত সেই ছাড়টি পরিবর্তন করতে পারে এবং পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য উপযুক্ত আসন সংখ্যা বৃদ্ধির নির্দেশ দিতে পারে - এই ক্ষেত্রে, যদি ব্যবস্থাপনার দোষ পাওয়া যায়, তাহলে আদালত সেই বছরের ব্যবস্থাপনা কোটায় আসন সংখ্যা হ্রাস করার নির্দেশ দিতে পারে - ক্ষতিপূরণ প্রদান অতিরিক্ত প্রতিকার হতে পারে কিন্তু ক্ষতিপূরণমূলক প্রতিকারের বিকল্প নয় - জেসমিন কৌরের মামলায় সিদ্ধান্ত বা উপরোক্ত সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য কোনও সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে, আশার ক্ষেত্রে এটি পূর্বোক্ত পরিমাণে নিশ্চিত করা হয়েছে - ভারতের সংবিধান - অনুচ্ছেদ ১৪, ১৯, ২১।

ভারতের সংবিধান-অনুচ্ছেদ ১৪,১৯,২১-অবৈধভাবে ভর্তির ক্ষেত্রে লঙ্ঘন-আলোচনা করা হয়েছে।

রেফারেন্সের উত্তর দিয়ে, আদালত

স্থির করে: ১)সমান ও ন্যায্য আচরণের অধিকার সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদের একটি উপাদান। সুপ্রিম কোর্ট আশা রায় দিয়েছে যে ভর্তির সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি আইনি কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হল একটি স্বচ্ছ ও ন্যায্য প্রক্রিয়া। এই ধরনের ক্ষেত্রে, প্রার্থীকে ন্যায্য আচরণ অস্বীকার করা কেবল ১৪ নং অনুচ্ছেদের অধীনে তার অধিকারকেই লঙ্ঘন করবে না, বরং ভারতের সংবিধানের ১৯ ও ২১ নং অনুচ্ছেদের অধীনে তার অধিকারকে গুরুতরভাবে বিপন্ন করবে। একটি প্রশাসনিক কাজ বিশেষত অবৈধভাবে ভর্তির অস্বীকার এবং কোনও প্রার্থী/ছাত্রের কোনও দোষ না থাকায় ১৪ নং অনুচ্ছেদের নীতি লঙ্ঘন করে বলে ঘোষণা করার একটি স্বাভাবিক পরিণতি হল যে আহত নাগরিককে অবশ্যই তার মূল অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে।সেই অর্থে, প্রাথমিক স্বস্তি হল পুনর্বাসন। মেডিকেল কোর্সে ভর্তির আবেদনকারী একজন মেধাবী ছাত্রের জন্য ছাত্র/প্রার্থীর জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একজন মেধাবী প্রার্থীকে ভর্তি না করাটাই তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে। মেডিকেল ভর্তির ক্ষেত্রে, এমনকিপরবর্তী বছরে একটি আসন প্রদানের পুনর্বাসনমূলক প্রতিকার একটি পূর্ণ একাডেমিক বছরের একটি মেধাসম্পন্ন এবং যোগ্যতার দিকে পরিচালিত করবে, যা প্রকৃত অর্থে ক্ষতিপূরণ করা যায় না।সুতরাং, কোনও মেধাবী প্রার্থীর কোনও দোষ ছাড়াই তাকে মেডিকেল কোর্সে ভর্তির অনুমতি না দেওয়া এবং যদিও তিনি যথাসময়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং তা সত্ত্বেও কোনও ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার না দেওয়া ন্যায়বিচারকে অস্বীকার করার শামিল।

জেসমিন কৌরের মামলায় এই আদালত যে মতামত গ্রহণ করেছে যে, এই ধরনের প্রার্থীকে কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমেই মুক্তি দেওয়া যেতে পারে, তা ভালো আইন নয় এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে এই ধরনের প্রার্থী/ছাত্রকে স্বস্তি প্রদান করা এবং পরবর্তী বছরে এবং অনুমোদিত ভর্তির ক্ষেত্রে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা এমনকি পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য অন্য কোনও প্রার্থী/ছাত্রের অধিকারকেও প্রভাবিত করতে পারে এবং তাও তার কোনও দোষ না থাকায়।অতএব, ব্যতিক্রমী এবং বিরলতম ক্ষেত্রে এবং জেসমিন কৌরের ক্ষেত্রে ৩৩.৩ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত সমস্ত শর্ত পূরণ হলে, আদালত কাট অফ তারিখ শেষ হওয়ার পরেও প্রার্থীকে ভর্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী স্বস্তি দিতে পারে।[অনুচ্ছেদ ৮.২] [১১০-এ-এইচ;১১১-এ]

২)রেফারেন্সের উত্তর নিম্নরূপঃ (i) যে ক্ষেত্রে প্রার্থী/ছাত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং কোনও বিলম্ব ছাড়াই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে এবং প্রশ্নটি মেডিকেল কোর্সে ভর্তির বিষয়ে, সংশ্লিষ্ট আদালত অগ্রাধিকার দিয়ে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্যধারা নিষ্পত্তি করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করবে।(ii) ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, যদি আদালত খুঁজে পায় যে প্রার্থীকে দায়ী করার মতো কোনও ত্রুটি নেই এবং প্রার্থী কোনও বিলম্ব ছাড়াই দ্রুত তার আইনী অধিকার অনুসরণ করেছেন এবং কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কেবল ত্রুটি রয়েছে এবং/অথবা ভর্তি দেওয়ার প্রক্রিয়াতে নিয়ম ও বিধিমালা এবং সম্পর্কিত নীতিগুলির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন রয়েছে যা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সমতা ও সমান আচরণের অধিকার লঙ্ঘন করবে এবং যদি নির্ধারিত সময়সূচী ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে যায়, সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য, আদালত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এবং বিরলতম ক্ষেত্রে আসন বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে একই বছরে ভর্তির নির্দেশ দেয়, তবে এটি এক বা দুইটির বেশি আসন হওয়া উচিত নয় এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এই জাতীয় ভর্তির আদেশ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে এক মাসের মধ্যে, অর্থাৎ, কাট অফ তারিখের অধীনে, এবং কোনও আদালতে একই বছরের অক্টোবরে কোনও আদেশ দেওয়া হবে না।যাইহোক, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে এই ধরনের ছাড় শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এবং বিরলতম ক্ষেত্রেই দেওয়া যেতে পারে। এই ধরণের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে, আদালত এমন একটি আদেশও দিতে পারে 'যে প্রার্থী মেধা তালিকার নীচের দিকে রয়েছে' এবং যদি আদালত উপযুক্ত এবং যথাযথ মনে করে যে,

ভর্তি বাতিলের জন্য আবেদন করা হয়েছে এমন শিক্ষার্থীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর, যদি আদালত উপযুক্ত এবং উপযুক্ত মনে করে, তবে সেই প্রার্থী যদি অবৈধভাবে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে ভর্তি পেতেন না।(iii) যদি আদালতের অভিমত হয় যে, একই শিক্ষাবর্ষে এই ধরনের প্রার্থীকে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনও ছাড় দেওয়া যাবে না এবং যেখানেই দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ নির্বিচারে এবং বিধি ও প্রবিধান বা শিক্ষার্থীদের অধিকারকে প্রভাবিত করে এমন প্রসপেক্টাস লঙ্ঘন করেছে এবং কোনও প্রার্থী যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং এই ধরনের প্রার্থী/শিক্ষার্থী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং কোনও বিলম্ব ছাড়াই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, তা হলে আদালতআদালত এই ক্ষেত্রে এবং -এর ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলে বিবেচিত আসনের সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে যথাযথ নির্দেশনা জারি করে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে এই ধরনের প্রার্থীকে ভর্তির নির্দেশ দিতে পারে দেখা গেছে যে, প্রশাসন ভুলভাবে যোগ্য প্রার্থীকে ভর্তি করতে অস্বীকার করেছে, সেক্ষেত্রে আদালত সেই বছরের পরিচালন কোটায় আসনের সংখ্যা হ্রাস করার নির্দেশ দিতে পারে, যার অর্থ হল যে শিক্ষার্থী/ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হতে দেওয়া হয়েছিল/প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল তাদের পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে পরিচালন কোটায় বরাদ্দ আসনগুলির মধ্যে স্থান দেওয়া হবে। (iv) ক্ষতিপূরণ প্রদান একটি অতিরিক্ত প্রতিকার হওয়া উচিত তবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিকারের বিকল্প নয়।অতএব, উপযুক্ত ক্ষেত্রে আদালত এমন একজন যোগ্য প্রার্থীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারে, যিনি কোনও দোষ ছাড়াই একটি পূর্ণ শিক্ষাবর্ষ হারাতে বাধ্য হন এবং একই শিক্ষাবর্ষে ভর্তির কোনও ছাড় পেতে পারেন না। (v) উপরোক্ত নির্দেশগুলি শুধুমাত্র এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য সম্পর্কিত এবং আমরা স্নাতকোত্তর মেডিকেল কোর্স নিয়ে কাজ করিনি। জেসমিন কৌরের ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্ত বা উপরোক্ত অবস্থানের বিপরীতে অন্য কোনও সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে। আশার ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্ত উপরোক্ত পরিমাণে নিশ্চিত করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৯,১০] [১১১-বি-এইচ; ১১২-এ-এফ] [১১২-জি]

চণ্ডীগড় প্রশাসন বনাম জেসমিন কৌর (২০১৪) ১০ এস. সি. সি ৫২১: [২০১৪] ৯ এস. সি. আর ১১২২-বাতিল।

আশা বনাম পণ্ডিত বিডি শর্মা ইউএইচএস (২০১২) ৭ এসসিসি ৩৮৯:[২০১২] ৬ এস. সি. আর ৮৭৬-নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইন্দু কান্ত বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (১৯৯৩) সম্পূরক. ২ এস. সি. সি ৭১; এম. সি. আই বনাম মধু সিং (২০০২) ৭ এস. সি. সি ২৫৮: [২০০২] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ২২৮; নীলু অরোরা বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০০৩) ৩ এস. সি. সি ৩৬৬: [২০০৩] ১ এস. সি. আর ৫৬২; ফাইজা চৌধুরী বনাম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য (২০১২) ১০ এস. সি. সি ১৪৯: [২০১২] ৭ এস. সি. আর ৫২৮; ছাভি মেহরোত্রা বনাম ডিরেক্টর জেনারেল হেলথ সার্ভিসেস (১৯৯৪) ২ এস. সি. সি ৩৭০ -উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

(১৯৯৩) সম্পূরক. ২ এস. সি. সি ৭১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪.২
[২০০২] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ২২৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫.১
[২০০৩] ১ এস. সি. আর ৫৬২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫.১
[২০১২] ৭ এস. সি. আর ৫২৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫.১
(১৯৯৪) ২ এস. সি. সি ৩৭০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫.২
[২০১৪] ৯ এস. সি. আর ১১২২	বাতিল করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[২০১২] ৬ এস. সি. আর ৮৭৬	নিশ্চিত করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ২০১৭ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১০৮১।

তেলেঙ্গানা রাজ্য এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের জন্য হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের ২৫.১.২০১৬ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে, ২০১৫ সালের ডাব্লিউ.পি. নং ৩২৭১০।

কে. পরমেশ্বর এবং এম. ভি. মুকুন্দ, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

বিকাশ সিং, প্রবীণ আইনজীবী, গৌরব শর্মা, ধাওয়াল মোহন, প্রসানা মোহন, ওয়াই. রাজা গোপাল রাও, শ্রীমতী সৌরজিয়া দাস, জি. এন. রেড্ডি, টি. বিজয় ভাস্কর রেড্ডি, শ্রীমতী সুজাতা বাগাদি, গুন্টুর প্রভাকর এবং গৌরব শর্মা, আইনজীবীগণ উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি

১)বিবেচনার জন্য প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় যে কোনও শিক্ষার্থী, একজন মেধাবী প্রার্থী, তার কোনও দোষ না থাকায় এবং যিনি বিলম্ব না করে দ্রুত তার আইনী অধিকার অনুসরণ করেছেন, তাকে স্বস্তি হিসাবে ভর্তি অস্বীকার করা যেতে পারে, কারণ ৩০ শতাংশ সেপ্টেম্বর কাট-অফ তারিখ পেরিয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে আদালত যে স্বস্তি দিতে পারে তা কেবল যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য?

২)আশা বনাম পণ্ডিত বি. ডি. শর্মা ইউ. এইচ. এস[১] এবং চণ্ডীগড় প্রশাসন বনাম জেসমিন কৌরের[২] মামলার মধ্যে দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করার পরে, উপরোক্ত বিষয়টি একটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হয়।

৩)শুরুতে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান মামলায় এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য ক্রীড়া ও ক্রীড়া বিভাগে সংরক্ষণের জন্য আপীলকারীর দাবির সমর্থনে প্রয়োজনীয় উপাদান জমা দেওয়া সত্ত্বেও, তাকে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে যথাযথ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। অতএব, আবেদনকারী অবিলম্বে ক্রীড়া ও ক্রীড়া বিভাগের সংরক্ষিত কোটায় ভর্তির জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।যাইহোক, এটি দেখা গেছে যে আবেদনের শুনানি হওয়ার সময়, প্রশ্নবিদ্ধ বছরের একাডেমিক অধিবেশন ইতিমধ্যে ০১.০৯.২০১৫ থেকে শুরু হয়েছে এবং এই আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভর্তির শেষ তারিখ হবে ৩০.০৯.২০১৫, এই মামলার এই আদালতের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে হাইকোর্ট জেসমিন কৌর (উপরোক্ত) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে একাডেমিক সেশনের জন্য ভর্তির অনুমোদনের জন্য আবেদনকারীকে কোনও নির্দেশ জারি করা যাবে না। তবে, জেসমিন কৌর (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে হাইকোর্ট ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করেছে।এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে হাইকোর্ট একটি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে আবেদনকারী অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। এটিও পাওয়া গেছে যে আবেদনকারী 'প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে অন্যদের চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। তবে, হাইকোর্ট কেবল এই ভিত্তিতে স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান করেছে যে সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে। হাইকোর্ট জেসমিন কৌরের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছে। আশা (উপরোক্ত)-র ক্ষেত্রে এই আদালত রায় দিয়েছে যে বিরলতম ক্ষেত্রে, যখন আদালত সিদ্ধান্তটি ফেরত দেয়, তখন (i) কোনও দোষ প্রার্থীকে দায়ী করা যায় না; (ii) প্রার্থী দ্রুত এবং বিলম্ব ছাড়াই তার অধিকার এবং আইনি প্রতিকার অনুসরণ করেছেন;

১) (২০১২) ৭ এস. সি. সি ৩৮৯

২) (২০১৪) ১০ এস. সি. সি ৫২১

(ii) কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ত্রুটি এবং নিয়ম ও বিধিমালা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, ৩০ সেপ্টেম্বর কাট-অফ তারিখ পর্যন্ত ব্যতিক্রম করা যেতে পারে এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে আদালত এমন কোনও ক্ষেত্রেও ভর্তির নির্দেশ দিতে পারে যেখানে এই আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী কাট-অফ তারিখের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।এখানে উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, পরবর্তীকালে জেসমিন কৌরের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে এবং তাই, উপরোক্ত বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য বিষয়টি একটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে।

৪)আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী কে. পরমেশ্বর জোরালোভাবে বলেছেন যে বর্তমান মামলাটি কেবল সেই মামলাগুলিকে বোঝায় যেখানে (i) প্রার্থীকে কোনও দোষ দেওয়া যায় না; (ii) প্রার্থী তার অধিকার এবং আইনি প্রতিকারগুলি দ্রুত এবং বিলম্ব ছাড়াই অনুসরণ করেছেন; (iii) যেখানে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ত্রুটি রয়েছে এবং নিয়ম ও বিধিমালা লঙ্ঘন করা হয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয় যে ভর্তির ত্রাণ প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে কারণ মামলাটি প্রাসঙ্গিক আদালতে বিচারাধীন রয়েছে এবং ভর্তির সময় শেষ হয়ে গেছে।আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালোভাবে বলেন যে, এমন ক্ষেত্রেও যেখানে কোনও প্রার্থী যোগ্য এবং ভর্তির অধিকারী, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবৈধ ও অযৌক্তিকভাবে অস্বীকার করা হয়েছে এবং যদিও প্রার্থীকে কোনও দোষ দেওয়া যায় না এবং প্রার্থী তার অধিকার ও আইনি প্রতিকারগুলি দ্রুত এবং বিলম্ব ছাড়াই অনুসরণ করেছেন এবং যখন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ত্রুটি এবং নিয়ম ও প্রবিধানের আপাত লঙ্ঘন হয়, তখন ভর্তি অস্বীকার করা এমন একজন প্রতিভাবান প্রার্থীর প্রতি অবিচার হবে এবং তার কোনও দোষ না থাকায় তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আশা (উপরোক্ত)-র ক্ষেত্রে এটি যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে বিরলতম ক্ষেত্রে, আদালত ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এবং/অথবা ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় ভর্তির সময় শেষ হওয়া সত্ত্বেও ভর্তির নির্দেশ দিতে পারে।

৪.১) আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেছেন যে, এর আগে এই আদালত মেডিকেল ভর্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকার বিবেচনা করেছে যেখানে প্রার্থীদের মেডিকেল আসন বঞ্চিত করা হয়েছিল।

৪.২)আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ইন্দু কান্ত বনাম ইউ. পি. রাজ্যের ক্ষেত্রে, এই আদালত সেখানে পর্যবেক্ষণ করেছে যে যদি প্রার্থীটি যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাকে পরবর্তী বছরে এই নির্দেশের সাথে স্থান দেওয়া যেতে পারে যে আগামী বছরে আসন বাড়ানো হবে।

৩)১৯৯৩ সম্পূরক (২) এস.সি.সি.৭১।

৪.৩)আপীলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে, যখন প্রার্থীকে যোগ্য বলে মনে করা হয় এবং বিশেষ করে এমবিবিএস-এর মতো কোর্সে ভর্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং দ্রুত আদালতের দ্বারস্থ হন, তখন কেবল ক্ষতিপূরণের ছাড় দেওয়া ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত ত্রাণ বলে বলা যায় না।

৪.৪) এটি জমা দেওয়া হয় যে সমান ও ন্যায্য আচরণের অধিকার সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের একটি উপাদান। এটি জমা দেওয়া হয় যে ভর্তির সাথে যুক্ত প্রতিটি আইনি কর্তৃপক্ষের একটি স্বচ্ছ ও ন্যায্য পদ্ধতি কর্তব্য। এটি জমা দেওয়া হয় যে এই জাতীয় ক্ষেত্রে, প্রার্থীকে ন্যায্য আচরণ অস্বীকার করা কেবল ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে তার অধিকার লঙ্ঘন করবে না, তবে ১৯ এবং ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে তার অধিকারকে গুরুতরভাবে বিপন্ন করবে। এটি জমা দেওয়া হয় যে সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণ হল আদর্শ এবং একটি ব্যতিক্রম। এটি জমা দেওয়া হয় যে আহত নাগরিককে অবশ্যই তার আসল অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে। এটি জমা দেওয়া হয় যে সেই অর্থে, প্রাথমিক ত্রাণটি পুনর্বাসনমূলক।

৪.৫)এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে ক্ষতিপূরণ একটি অতিরিক্ত-ইমডি হতে পারে তবে পুনর্বাসনমূলক প্রতিকারের বিকল্প নয়। এটি মেডিকেল ভর্তির ক্ষেত্রে চ্যাট জমা দেওয়া হয়, এমনকি পরবর্তী বছরে একটি আসন প্রদানের পুনর্বাসনমূলক প্রতিকারও একজন মেধাবী প্রার্থীর একটি পূর্ণ একাডেমিক বছরের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে, যা প্রকৃত শর্তে ক্ষতিপূরণ করা যায় না। এটি জমা দেওয়া হয় যে বছরের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে তবে আশা (উপরোক্ত)-র ৩২ নং অনুচ্ছেদে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে কাট-অফ তারিখের পরেও যোগ্য প্রার্থীকে ভর্তির অস্বীকার আর্থিক শর্তে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় না।এটি আরও জমা দেয় যে একটি মৌলিক অধিকারের মূল্য এবং প্রয়োগ নির্ভর করে প্রতিকারের প্রকৃতির উপর যা একটি ন্যায়বিচার আদালত গঠন করতে পারে। এটি জমা দেওয়া হয় যে ৩২ এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধভাবে পড়া উচিত নয় যাতে প্রতিকারের সুযোগ সীমিত করা যায়। আদালতের যদি প্রতিকারের যথাযথ এবং পর্যাপ্ত প্রতিকারের ক্ষমতা না থাকে তবে মৌলিক অধিকারের প্রয়োগকে অর্থহীন করে দেওয়া হবে। এটি সাংবিধানিক প্রতিকারের একটি নীতি নয়, বরং সাম্যের একটি বিধিও।

৪.৬)আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও জমা দিয়েছেন যে ক্ষতিপূরণ এবং সাংবিধানিক নির্যাতন এমন মামলাগুলি যেখানে প্রকৃত অর্থে পুনরুদ্ধার অসম্ভব। এটি জমা দেওয়া হয় যে ক্ষতিপূরণ একমাত্র প্রতিকার হতে পারে না যা এই আদালত জেসমিন কৌরের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করেছে।

৫)এমসিআই-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী বিকাশ সিং জেসমিন কৌর (উপরোক্ত) এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন।

এটি জমা দেওয়া হয় যে এই আদালত কর্তৃক ভর্তির জন্য নির্ধারিত সময়, অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর, নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতে হবে যাতে কোনও পরিস্থিতিতে সেগুলি লাইনচ্যুত হতে না দেওয়া হয়। এটি জমা দেওয়া হয় যে এই আদালতের সিদ্ধান্তের ধারা অনুসারে পেশাদার কোর্সগুলিতে ভর্তি সম্পর্কিত সময়সূচী কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত এবং এই আদালত বা বোর্ড দ্বারা কোনও পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ করা হবে না এবং ভর্তির অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এই আদালত ধারাবাহিকভাবে রায় দিয়েছে যে কোর্স শুরু হওয়ার পরে মিড-স্ট্রিমের প্রযুক্তিগত কোর্সে কোনও ভর্তি দেওয়া উচিত নয়, এমনকি একই বছরে অসম্পূর্ণ আসন থাকলেও।

৫.১)এম. সি. আই-এর আইনজীবী শ্রী বিকাশ সিং আরও বলেন যে, 'এম. সি. আই বনাম মধু সিং[৪] এবং 'নীলু অরোরা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন মামলায়[৫] এই আদালতের রায় অনুযায়ী, এক বছরের অসম্পূর্ণ আসনগুলিও পরবর্তী বছরের অনুমোদিত আসনে টেলিস্কোপ করা যাবে না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আদালত বলেছে যে এক বছর থেকে পরের বছর পর্যন্ত অসম্পূর্ণ আসনগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এর কারণ হল, এটি কার্যকরভাবে আগামী বছরে আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেবে।

এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে, এই আদালত মতামত দিয়েছে যে একটি মেডিকেল আসনের আয়ু কেবল সেই বছরেই থাকে যে বছর এটি পড়ে এবং একটি শূন্যপদ পরবর্তী বছরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সমর্থনে, তিনি ফাইজা চৌধুরী বনাম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের[৬] মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন।

৫.২)এটি আরও জমা দিয়েছে যে এই আদালত ধারাবাহিকভাবে এই অবস্থান নিয়েছে যে আদালতের সামনে প্রার্থীকে যোগ্য বলে প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রেও তাকে পরবর্তী বছরে এই নির্দেশ দিয়ে স্থান দেওয়া যাবে না যে আগামী বছরে আসন বাড়ানো হবে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আসন সংখ্যা নিয়মকানুন অনুসারে এমসিআই দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যার উপরে এবং উপরে হতে পারে না এবং পরিকাঠামোকে বিবেচনা না করে নির্বিচারে বাড়ানো যায় না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এই আদালত কর্তৃক 'ছভি মেহরোত্রা বনাম ডিরেক্টর জেনারেল হেলথ সার্ভিসেস[৭]-এর ক্ষেত্রে রায় দেওয়া হয়েছে যে, আদালতগুলি এমন নির্দেশ জারি করতে উদার হতে পারে না যা কার্যকরভাবে কর্তৃপক্ষকে তাদের নিজস্ব নিয়ম ও বিধিমালা লঙ্ঘন করার নির্দেশ দেওয়ার সমান

৫.৩)আরও বলা হচ্ছে যে, একজন মেধাবী শিক্ষার্থী যাতে তার কোনও দোষ না থাকার কারণে এবং বিরলতম ক্ষেত্রে বা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে কষ্ট না পান, তা নিশ্চিত করার জন্য,

৪)(২০০২) ৭ এস.সি.সি.২৫৮

৫)(২০০৩) ৩ এস.সি.সি.৩৬৬

৬)(২০১২) ১০ এস.সি.সি.১৪৯

৭)(১৯৯৪) ২ এস.সি.সি.৩৭০

ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদের ২২৬ বা ধারা ৩২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের সময়, আদালত একাই স্বস্তি প্রদান করতে পারে এবং স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বিচ্যুত হতে পারে।

৫.৪)এম. সি. আই-এর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী বিকাশ সিং আরও বলেন যে, তবে এটি বিরলতম ক্ষেত্রে এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে যখন দেখা যায় যে, কোনও দোষ না থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে গুরুতর অবহেলা বা নিষ্ক্রিয়তার কারণে বা কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে কোনও যোগ্য প্রার্থী মেডিকেল কোর্সে ভর্তি হতে বঞ্চিত হয়েছেন, তখন কেবলমাত্র আদালতই ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে বা পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য উপলব্ধ অনুমোদিত আসনের কোটায় প্রার্থীকে স্থান দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আবেদনকারীকে স্বস্তি দেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারে।এটি জমা দেওয়া হয় যে কেবলমাত্র যে ক্ষেত্রে আদালত সন্তুষ্ট হয় যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রার্থীকে ভোগ করা আঘাতের প্রতিকারের জন্য পর্যাপ্ত হবে না, কেবল তখনই পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য এই নির্দেশনাটি পাস করা যেতে পারে।তবে এটি জমা দেওয়া হয় যে বিরলতম ক্ষেত্রে এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এই জাতীয় রিলিফ মঞ্জুর করার সময়, একজন প্রার্থীকে অবশ্যই কোনও বিলম্ব ছাড়াই আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে; প্রার্থীকে অবশ্যই কলেজে ভর্তি হওয়া শেষ ছাত্রের চেয়ে মেধা তালিকায় উচ্চতর হতে হবে এবং প্রার্থী সমস্ত প্রয়োজনীয়তা মেনে চলেছেন এবং কাউন্সেলিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে প্রতিটি নথি জমা দিয়েছেন এবং এই বিষয়ে ছাত্রের পক্ষ থেকে কোনও বিলম্বের কারণ নেই।

৫.৫)প্রার্থী সময়মতো আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য এবং দুষ্টু ব্যক্তিদের তুচ্ছ পিটিশন দায়ের করা থেকে বিরত রাখার জন্য আদালত বিলম্ব নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত মানদণ্ড বিবেচনা করতে পারেঃ

(i) যেখানে প্রার্থী মেডিসিন কোর্সে ভর্তি সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি/তথ্য বুলেটিন/প্রসপেক্টাসের কোনও বিধানের বৈধতাকে বিরোধিতা করছেন, তখন প্রার্থীকে অবশ্যই কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু করার আগে আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে;

(ii) যেখানে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা সাধারণ কাউন্সেলিং-এর জন্য বিজ্ঞপ্তি/তথ্য বুলেটিন/প্রসপেক্টাসে বর্ণিত যোগ্যতার মানদণ্ডকে বিরোধিতা করছেন, সেখানে

প্রার্থীকে অবশ্যই কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ কাউন্সেলিং-এর প্রথম রাউন্ডের আগে আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে;

(iii) যেখানে প্রার্থী নিজেই প্রথম দফার কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটিকে বিরোধিতা করছেন, সেখানে প্রার্থীকে অবশ্যই প্রথম দফার কাউন্সেলিংয়ের পরপরই এবং দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিং শুরু হওয়ার আগে আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে;

(iv) যেখানে প্রার্থী দ্বিতীয় দফা কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটিকে বিরোধিতা করছেন বা মোপ আপ করছেন, সেই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য কাট অফ/শেষ তারিখের আগে অবিলম্বে আদালতে যেতে হবে।

৫.৬) এমসিআই-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী বিকাশ সিং আরও দাখিল করেছেন যে, যদি প্রার্থীর দ্বারা পূর্বোক্ত সমস্ত পূর্বশর্ত পূরণ করা হয় এবং আদালতের মতে যদি বিরলতম ঘটনা এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির কারণে মামলাটি তৈরি করা হয় এবং আদালতের মতে যদি পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে এই ধরণের শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা যেতে পারে, তাহলে সেই ক্ষেত্রেও একটি শিক্ষাবর্ষে একটি প্রতিষ্ঠান/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট অনুমোদিত আসনের মধ্যে দুটির বেশি আসন না থাকা পূর্ববর্তী শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের দ্বারা পূরণ করা হবে বলে বিবেচনা করা উচিত, যারা কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং দোষের কারণে এমবিবিএস-এর ছাত্রছাত্রীদের থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৬)সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষ থেকে বিস্তারিতভাবে শিক্ষিত পরামর্শ শুনেছেন। এই আদালতের বিবেচনার জন্য উত্থাপিত আইনের সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল, একজন যোগ্য প্রার্থী কী ধরনের স্বস্তির অধিকারী, যখন দেখা যায় যে, কোনও যোগ্য প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্বিচারে এবং অবৈধভাবে ভর্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং দোষটি প্রার্থীকে মোটেও দায়ী করা যায় না এবং প্রার্থী তার আইনি অধিকারগুলি দ্রুত এবং বিলম্ব ছাড়াই অনুসরণ করেছেন, এমন পরিস্থিতিতে কেবল ক্ষতিপূরণ প্রদানকে ন্যায়সঙ্গত এবং পর্যাপ্ত স্বস্তি বলা যেতে পারে কি?বিবেচনার জন্য যে বিষয়টি উত্থাপিত হয় তা হল উপরোক্ত পূর্ব-প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার পরে, ভর্তির জন্য কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৩০ শতাংশ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়ার পরেও আদালত ত্রাণ এবং আদেশ ভর্তির অনুমতি দিতে পারে কিনা এবং আদালত একই বছরে বা পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ভর্তির বাইরে ভর্তির অনুমতি দিতে পারে কিনা?

৬.১)আশা (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে আদালতের সামনে বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছিলঃ

"(ক) এই ধরনের কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে কোর্স এবং কলেজগুলির অগ্রাধিকারের জন্য যোগ্যতার নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলার নীতির কোনও ব্যতিক্রম আছে কি?

(খ) প্রাসঙ্গিক শিক্ষাবর্ষের ৩০শে সেপ্টেম্বরের কাট-অফ তারিখটি কি এমন একটি তারিখ যা কোনও ব্যতিক্রম স্বীকার করে?

(গ) বিধি ও প্রবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে ভর্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতা, ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতার নিয়ম মেনে চলা নিশ্চিত করার সময় আদালতগুলি কী ছাড় দিতে পারে এবং এটিকে কতটা রূপ দিতে পারে?

(ঘ) আদেশ দেওয়ার আগে কোন বিষয়গুলি নিয়ে আদালতকে মোকাবিলা করতে হবে এবং পুনরায় অনুসন্ধান করতে হবে যা আরও ন্যায়সঙ্গত হতে পারে, তবে তবুও, বিষয়টিকে পরিচালনাকারী এই আদালতের প্রবিধান ও রায়ের কাঠামোর সাথে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে?

আশা (উপরোক্ত)-তে এই বিষয়ে এই আদালতের সিদ্ধান্তের ক্যাটেনা বিবেচনা করার পর, এই আদালত উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ দিয়েছেন:

"৩৮)এখন, আমরা এই রায়ের প্রথম অংশে আমাদের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে যাব।

৩৮.১)প্রশ্ন (ক): কোর্স এবং কলেজগুলির অগ্রাধিকারের জন্য যোগ্যতার নিয়ম কোনও ব্যতিক্রম স্বীকার করে না। এটি একটি সম্পূর্ণ নিয়ম এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশীদার এবং কর্তৃপক্ষকে এটি অনুসরণ করতে হবে, কঠোরভাবে এবং কোনও আপত্তি ছাড়াই।

৩৮.২)প্রশ্ন (খ): ৩০ সেপ্টেম্বর নিঃসন্দেহে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের তাদের নিজ নিজ কলেজে অবিলম্বে প্রতিবেদন করার শেষ তারিখ। সাধারণ কোর্সে, প্রাসঙ্গিক শিক্ষাবর্ষের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দ্বিতীয় কাউন্সেলিং অনুষ্ঠিত করে ভর্তি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে (প্রিয়া গুপ্তের ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে)। তারপরে, কেবলমাত্র দ্ব্যর্থহীন বৈষম্য বা নির্বিচারে বা জরুরি অবস্থার খুব বিরল এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই ভর্তির অনুমতি দেওয়া যেতে পারে তবে আদালত দ্বারা এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে।উপরন্তু, এটি বিরলতম ক্ষেত্রে হবে এবং যেখানে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি বিকৃত করা হবে বা আইন প্রক্রিয়া হতাশ হয়ে পড়বে যে আদালতগুলি চলতি শিক্ষাবর্ষের ৩০শে সেপ্টেম্বরের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে কোর্সগুলিতে প্রার্থীদের ভর্তির জন্য তাদের অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করবে। তবে, এটি কেবল তখনই করা যেতে পারে যখন প্রিয়া গুপ্তের ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত শর্তগুলি এবং এই রায়টি অস্বাভাবিকভাবে সন্তুষ্ট বলে প্রমাণিত হয় এবং এর কারণগুলি উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত দ্বারা প্রতিবেদন করা হয়।

৩৮.৩)প্রশ্ন (গ) ও (ঘ): যেখানেই আদালত খুঁজে পায় যে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ স্বেচ্ছাচারী, এই আদালতের রায়ের পরিপন্থী এবং প্রসপেক্টাসের নিয়ম, প্রবিধান ও শর্ত লঙ্ঘনকারী, যা শিক্ষার্থীদের অধিকারের প্রতি কুসংস্কার সৃষ্টি করে, আদালত এই ধরনের শিক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে এবং সেইসাথে দোষী কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আদালত এটাও নিশ্চিত করবে যে আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর অধীনে দোষী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন নির্বিশেষে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তিকে আদালত আইনত অস্থিতিশীল বলে মনে করে এবং যেখানে শিক্ষার্থীদের কোর্স চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার কোনও কারণ নেই, সেখানে এই ধরনের শিক্ষার্থীরা এক বছর বা তারও বেশি সময় ধরে একাডেমিক কোর্সে প্রবেশ করেছে এই নিছক সত্যটি তাদের কোর্স চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার কোনও ভিত্তি নয়।

এই আদালত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেওয়ার জন্য আদালতগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছে যেখানে ভর্তির বিষয়টি আদালতের সামনে বিতর্কের বিষয়। এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

৩৯)আমরা সমস্ত নম্রতার সঙ্গে এই অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করছি যে, প্রিয়া গুপ্ত মামলায় আমরা সমস্ত হাইকোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছি যে, আদালতের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেওয়া এড়ানো উচিত যেখানে ভর্তির বিষয়টি আদালতের সামনে বিতর্কের বিষয়। এমনকি যদি প্রার্থীদের কোর্স চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তাদের সাধারণত পেশাদার কোর্সের আরও পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। আদালতের আদেশে কোর্সগুলি অনুসরণকারী শিক্ষার্থীরা মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে কোনও সমতা দাবি করার অধিকারী হবে না এবং এটি উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতগুলির সাথে বিবেচনা করা উচিত নয়।

৬.২) যাইহোক, পরবর্তীকালে জেসমিন কৌরের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে এই আদালত একটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, আশা (উপরোক্ত)-র ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের বিপরীতে। এই আদালত রায় দিয়েছে যে এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরই একমাত্র ত্রাণ যা মঞ্জুর করা যেতে পারে এবং যার অধিকারী একজন প্রার্থী।

৭)আশা (উপরোক্ত) এবং জেসমিন কৌর (উপরোক্ত) এর ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী মতামত এবং সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, বৃহত্তর বেঞ্চে যে প্রশ্নটি পাঠানো হয়েছে তা হল, কোন ছাত্রী, একজন মেধাবী প্রার্থী, তার কোনও দোষ ছাড়াই অবৈধভাবে এবং স্বেচ্ছাচারীভাবে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হন এবং যিনি বিলম্ব ছাড়াই দ্রুত তার আইনি অধিকার অনুসরণ করেছেন, তাকে

বিলম্ব, স্বস্তি হিসাবে ভর্তি অস্বীকার করা যেতে পারে, কারণ ৩০ সেপ্টেম্বর কাট-অফ তারিখ শেষ হয়ে গেছে এবং এমন পরিস্থিতিতে আদালত যে স্বস্তি দিতে পারে তা হল কেবল যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা? আরেকটি প্রশ্ন যা বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হল এই ধরনের পরিস্থিতিতে আদালত কী স্বস্তি দিতে পারে?

৭.১)আশা (উপরোক্ত) এবং জেসমিন কৌরের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে এই আদালতের পর্যবেক্ষণ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা এবং বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আশা (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের ক্যাটেনা বিবেচনা করার পর, এই আদালত অবশেষে ৩৮ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে:

"৩৮)এখন, আমরা এই রায়ের প্রথম অংশে আমাদের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে যাব।

৩৮.১)প্রশ্ন (ক): কোর্স এবং কলেজগুলির অগ্রাধিকারের জন্য যোগ্যতার নিয়ম কোনও ব্যতিক্রম স্বীকার করে না। এটি একটি সম্পূর্ণ নিয়ম এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশীদার এবং কর্তৃপক্ষকে এটি অনুসরণ করতে হবে, কঠোরভাবে এবং কোনও আপত্তি ছাড়াই।

৩৮.২)প্রশ্ন (খ): ৩০ সেপ্টেম্বর নিঃসন্দেহে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের তাদের নিজ নিজ কলেজে অবিলম্বে প্রতিবেদন করার শেষ তারিখ। সাধারণ কোর্সে, প্রাসঙ্গিক শিক্ষাবর্ষের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দ্বিতীয় কাউন্সেলিং অনুষ্ঠিত করে ভর্তি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে (প্রিয়া গুপ্তের ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে)। তারপরে, কেবলমাত্র দ্ব্যর্থহীন বৈষম্য বা নির্বিচারে বা জরুরি অবস্থার খুব বিরল এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই ভর্তির অনুমতি দেওয়া যেতে পারে তবে আদালত দ্বারা এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে।উপরন্তু, এটি বিরলতম ক্ষেত্রে হবে এবং যেখানে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি বিকৃত করা হবে বা আইন প্রক্রিয়া হতাশ হয়ে পড়বে যে আদালতগুলি চলতি শিক্ষাবর্ষের ৩০ শতাংশ সেপ্টেম্বরের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে কোর্সগুলিতে প্রার্থীদের ভর্তির জন্য তাদের অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করবে। তবে, এটি কেবল তখনই করা যেতে পারে যখন প্রিয়া গুপ্তের ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত শর্তগুলি এবং এই রায়টি অস্বাভাবিকভাবে সন্তুষ্ট বলে প্রমাণিত হয় এবং এর কারণগুলি উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত দ্বারা প্রতিবেদন করা হয়।

৩৮.৩)প্রশ্ন (গ) ও (ঘ): যেখানেই আদালত দেখেন যে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ স্বেচ্ছাচারী, এই আদালতের রায়ের পরিপন্থী এবং প্রসপেক্টাসের নিয়ম, বিধি এবং শর্তাবলী লঙ্ঘন করে

শিক্ষার্থীদের অধিকারের প্রতি পক্ষপাতমূলক, সেখানে আদালত এই ধরনের শিক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে এবং দোষী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরাসরি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আদালত এটাও নিশ্চিত করবে যে দোষী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর অধীনে তাদের মর্যাদা এবং ক্ষমতায়ন নির্বিশেষে কার্যক্রম শুরু করা হবে।যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তিকে আদালত আইনত অস্থিতিশীল বলে মনে করে এবং যেখানে শিক্ষার্থীদের কোর্স চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার কোনও কারণ নেই, এই ধরনের শিক্ষার্থীরা কেবল এক বছর বা তারও বেশি সময় ধরে শিক্ষাগত কোর্সে সময় দিয়েছে, এই বিষয়টিই তাদের কোর্স চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার কারণ নয়।"

তারপর ৩৯ অনুচ্ছেদে এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ দিয়েছেঃ

৩৯)আমরা সমস্ত নম্রতার সঙ্গে এই অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করছি যে, প্রিয়া গুপ্ত মামলায় আমরা সমস্ত হাইকোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছি যে, আদালতের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেওয়া এড়ানো উচিত যেখানে ভর্তির বিষয়টি আদালতের সামনে বিতর্কের বিষয়। এমনকি যদি প্রার্থীরা কোর্সগুলি চালিয়ে যাওয়ার জন্য দায়বদ্ধ হয়, তবে তাদের সাধারণত পেশাদার কোর্সগুলির আরও পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। আদালতের আদেশে কোর্সগুলি অনুসরণকারী শিক্ষার্থীরা মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে কোনও সমতা দাবি করার অধিকারী হবে না এবং এটি উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতের সাথে বিবেচনা করা উচিত নয়।

৭.২)যাইহোক, জেসমিন কৌরের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে পরবর্তী সিদ্ধান্তে আশা (উপরোক্ত)-র ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার পরে শেষ পর্যন্ত ৩৩ অনুচ্ছেদে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং স্থির করা হয়েছেঃ

৩৩.১)পেশাদার কলেজগুলিতে ভর্তি সংক্রান্ত সময়সূচী কঠোরভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতে হবে এবং আদালত বা বোর্ড দ্বারা কোনও পরিস্থিতিতে বিচ্যুত হবে না এবং মিডস্ট্রিম ভর্তির অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

৩৩.২) ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, যদি আদালত মনে করে যে প্রার্থীর কোনও দোষ নেই অর্থাৎ, প্রার্থী কোনও বিলম্ব ছাড়াই দ্রুততার সাথে তার আইনি অধিকার অনুসরণ করেছেন এবং ভর্তি প্রদানের প্রক্রিয়ায় কেবল কর্তৃপক্ষের দোষ রয়েছে অথবা ভর্তির ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালার স্পষ্ট লঙ্ঘন হয়েছে যা

প্রতিযোগী প্রার্থীদের সমতা এবং সমান আচরণের অধিকার লঙ্ঘন করবে এবং ভর্তির ক্ষেত্রে ছাড় নির্ধারিত সময়সূচীর মধ্যে দেওয়া যেতে পারে, তাহলে কেবলমাত্র এই পরিস্থিতিতে প্রার্থীকে ব্যতিক্রমী ছাড় প্রদান করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায্য হবে।

৩৩.৩) যদি কোনও প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের ত্রুটির কারণে কোনও নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে কোনও প্রার্থীকে নির্বাচিত না করা হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় যদি আসনগুলি পূরণ করা হয় এবং সময়সূচীর কারণে ভর্তির সুযোগ হারিয়ে যায়, তবে এই পরিস্থিতিতে প্রার্থীকে তার কোনও দোষ ছাড়াই শিকার করা উচিত নয় এবং আদালত যদি কোনও ক্ষতি হয় তবে তা পূরণ করার জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারে।

৩৩.৪)যখন কোনও প্রার্থী দ্রুত এবং দ্রুত তার নির্বাচন না হওয়ার বিরুদ্ধে তার অধিকার বা আইনি প্রতিকার প্রয়োগ বা অনুসরণ করেন না, তখন আদালত প্রার্থীকে ভর্তি নিশ্চিত করার আকারে কোনও স্বস্তি দিতে পারে না।

৩৩.৫)যদি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ার অধীনে নিজেকে নিয়োজিত করে একটি গণনা করা ঝুঁকি/সুযোগ নেয় এবং তার নির্বাচন না হওয়ার বিষয়টি জানার পরে, সে পরবর্তীকালে ঘুরে দাঁড়াতে পারে না এবং দাবি করতে পারে না যে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি অন্যায্য ছিল।

৩৩.৬)যদি দেখা যায় যে প্রার্থী অবিলম্বে আদালতের কাছে ত্রাণ দাবি করার অধিকার স্বীকার করে বা মওকুফ করে, তবে এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আইনি উক্তি সতর্কতা এবং নন ডর্মিয়েন্টিবাস জুরা সাবভেনিঅন্ট, যার অর্থ হল যে সমতা কেবল সতর্কদের সহায়তা করে এবং যারা তাদের অধিকার নিয়ে ঘুমায় তাদের নয়, অত্যন্ত উপযুক্ত হবে।

৩৩.৭)প্রসপেক্টাসটি অবৈধ বা অবৈধ ঘোষণা করা হলেও কোনও ছাড় দেওয়া যাবে না যদি তা অবিলম্বে বিরোধিতা করা না হয়। একবার প্রার্থী সচেতন হয়ে গেলে যে তিনি প্রসপেক্টাসের মানদণ্ড পূরণ করেন না, তাকে বলতে শোনা যায় না যে, তিনি কেবল আবেদনটি পছন্দ করার পরে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করার পরেও এটিকে বিরোধিতা করতে বেছে নিয়েছিলেন।

৩৩.৮)পরবর্তী বছরের অনুমোদিত আসন সহ এক বছরের অসম্পূর্ণ আসনগুলির টেলিস্কোপিং করা যাবে না অর্থাৎ, কোনও প্রার্থী কতটা যোগ্য এবং ভর্তির যোগ্য তা আসনগুলি বহন করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এই পরিস্থিতিতে, আদালত প্রার্থীকে কোনও স্বস্তি দিতে পারে না তবে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে পুনরায় আবেদন করার বিষয়টি প্রার্থীর উপর নির্ভর করে।

৩৩.৯)যে আসনগুলি একচেটিয়াভাবে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার আওতায় রয়েছে, সেগুলির সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আদালত বা বোর্ড কোনও সময়ে কোনও নির্দেশ দিতে পারে না।

৩৩.১০)এই উল্লিখিত নীতিগুলির প্রত্যেকটি প্রতিটি মামলার অনন্য এবং স্বতন্ত্র তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রয়োগ করা উচিত এবং কোনও দুটি মামলা অভিন্ন হতে পারে না।

যাইহোক, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে জেসমিন কৌর (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের সামনে এই আদালত বিশেষভাবে খুঁজে পেয়েছিল যে প্রার্থীর পক্ষ থেকে বিলম্ব হয়েছিল।এটি বিশেষভাবে দেখা গেছে যে, প্রসপেক্টাস জারির তিন মাস পরে এবং তারপরে লেটার্স পেটেন্ট আপিল দাখিল করার ক্ষেত্রে প্রার্থীকে বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব সময়সীমা নির্ধারণ করার আচরণের ফলে ডিভিশন বেঞ্চ কেবল এপ্রিল, ২০১৪ মাসে আপিলের সিদ্ধান্ত নেয়, যে সময়ের মধ্যে শিক্ষাবর্ষের উল্লেখযোগ্য অংশ অতিক্রম করা হয়েছে, প্রার্থীকে কোনও স্বস্তি দেয় না এবং মামলাটি কোনও অতিরিক্ত পরিস্থিতিতে পড়বে না।

৮)যাইহোক, প্রশ্ন হল একজন ছাত্রের ক্ষেত্রে, একজন যোগ্য প্রার্থীকে তার কোনও দোষ না থাকায় অবৈধভাবে ভর্তি হতে অস্বীকার করা হয়েছে এবং 'যিনি বিলম্ব না করে দ্রুত তার আইনি অধিকার অনুসরণ করেছেন, বিশেষত এমবিবিএস-এর মতো কোর্সে ভর্তির যে কোনও ত্রাণ পাওয়ার অধিকারী. আশা (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের ছাড়?

উপরোক্ত প্রশ্নটি কেবল সেই ক্ষেত্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন যেখানে (i) প্রার্থীকে কোনও দোষ দেওয়া যায় না; (ii) প্রার্থী তার অধিকার এবং আইনি প্রতিকারগুলি দ্রুত এবং বিলম্ব ছাড়াই অনুসরণ করেছেন; (iii) কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ত্রুটি রয়েছে এবং বিধি ও প্রবিধানগুলির আপাত লঙ্ঘন রয়েছে; এবং (iv) প্রার্থীকে ভর্তি দেওয়া শেষ প্রার্থীটির চেয়ে বেশি যোগ্য বলে মনে করা হয়।

৮. ১) শুরুতে এটা মনে রাখতে হবে যে, মেডিকেল কোর্সে, বিশেষ করে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হতে চাওয়া কোনও শিক্ষার্থী/প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রশ্নটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পেশাদার কোর্সে, বিশেষ করে মেডিকেল কোর্সে ভর্তি হতে চাওয়া কোনও শিক্ষার্থী/প্রার্থীর জন্য প্রতি বছর মেডিকেল কোর্সে ভর্তি হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান। একইভাবে, মেডিকেল কোর্সে ভর্তি হওয়া একজন প্রার্থী/ছাত্রের জীবনে এবং এমনকি মানুষের স্বপ্নেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরের আলোকে, বিবেচনার জন্য প্রশ্নটি হল, কোনও যোগ্য প্রার্থীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, যাকে অবৈধভাবে এবং নির্বিচারে সময়মতো আদালতে ভর্তি হতে অস্বীকার করা হয়েছে, তাকে ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত স্বস্তি বলা যেতে পারে কি?

৮.২)সমান ও ন্যায্য আচরণের অধিকার সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের একটি উপাদান। এই আদালত আশা (উপরোক্ত) যেমন বলেছে যে, ভর্তির সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি আইনি কর্তৃপক্ষের একটি 'স্বচ্ছ ও ন্যায্য পদ্ধতি' কর্তব্য। এই ধরনের ক্ষেত্রে, প্রার্থীকে ন্যায্য আচরণ অস্বীকার করা কেবল ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে তার অধিকারকেই লঙ্ঘন করবে না, বরং ভারতের সংবিধানের ১৯ ও ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে তার অধিকারকে গুরুতরভাবে বিপন্ন করবে। একটি প্রশাসনিক কাজ বিশেষ করে অবৈধভাবে ভর্তির অস্বীকার এবং কোনও প্রার্থী/ছাত্রের কোনও দোষ না থাকায় ১৪ অনুচ্ছেদের নীতি লঙ্ঘন করে বলে ঘোষণা করার একটি স্বাভাবিক পরিণতি হল যে আহত নাগরিককে অবশ্যই তার আসল অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই অর্থে, প্রাথমিক স্বস্তি হল পুনর্বাসন।উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, মেডিকেল কোর্সে ভর্তির জন্য আগ্রহী একজন মেধাবী ছাত্রের জন্য ছাত্র/প্রার্থী এবং এ ভর্তির অস্বীকারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।যোগ্য প্রার্থী যদিও তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে না। ক্ষতিপূরণ একটি অতিরিক্ত প্রতিকার হতে পারে তবে প্রতিস্থাপনমূলক প্রতিকারের বিকল্প নয়। চিকিৎসা ভর্তির ক্ষেত্রে, এমনকি পরবর্তী বছরে একটি আসন প্রদানের পুনর্বাসনমূলক প্রতিকারও একটি পূর্ণ একাডেমিক বছরকে যোগ্যতার দিকে নিয়ে যাবে।প্রার্থী, যা প্রকৃত অর্থে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় না। সুতরাং, বছরের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যেতে পারে, তবে একজন যোগ্য প্রার্থীকে ভর্তির অস্বীকারকে আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় না। সুতরাং কোনও যোগ্য প্রার্থীকে তার কোনও দোষ ছাড়াই মেডিকেল কোর্সে ভর্তির অস্বীকার করা এবং যদিও তিনি সময়মতো আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং 'তিনি কোনও ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত ত্রাণ প্রদান না করা সত্ত্বেও' অস্বীকার করা হবে ন্যায়বিচার। অতএব, প্রশ্ন হল আদালত কোন স্বস্তি দিতে পারে যার দ্বারা একজন প্রার্থীকে সমান ও ন্যায্য আচরণের অধিকার সুরক্ষিত করা হয় এবং একই সাথে অন্য প্রার্থী/ছাত্রের প্রতি অবিচার এবং এমনকি মানসম্মত শিক্ষার সাথে আপস করা হয় না। অতএব, একটি ভারসাম্য 'আঘাত করার সমান'। তবে, একই সাথে এটি নিরাপদে বলা যেতে পারে জেসমিন কৌর (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে, এই ধরনের প্রার্থীকে যে একমাত্র ছাড় দেওয়া যেতে পারে তা হল শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ, তা ভাল আইন নয় এবং তা গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে এই ধরনের প্রার্থী/ছাত্রকে ছাড় দেওয়া এবং পরবর্তী বছরে এবং অনুমোদিত ভর্তির ক্ষেত্রে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা অন্য কোনও প্রার্থী/ছাত্রের ভর্তির অধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে এবং তাও তার কোনও দোষ না থাকায়। অতএব, আমাদের মতামত হল যে ব্যতিক্রমী এবং বিরলতম ক্ষেত্রে এবং জেসমিন কৌর (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে ৩৩.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমস্ত শর্ত পূরণ হলে, আদালত কাট অফ ডেট শেষ হওয়ার পরেও প্রার্থীকে ভর্তি মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী স্বস্তি দিতে পারে।

৯)উপরে বর্ণিত আলোচনা/পর্যবেক্ষণের আলোকে, একজন মেধাবী প্রার্থী/ছাত্র, যাকে তার/তার কোন দোষ ছাড়াই কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে বা অযৌক্তিকভাবে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির অনুমতি দেয়নি এবং যিনি সময়মতো আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন যাতে নিশ্চিত করা যায় যে এই ধরণের মেধাবী প্রার্থীকে তার কোন দোষ ছাড়াই কষ্ট ভোগ করতে না হয়, আমরা নিম্নরূপ রেফারেন্সের উত্তর দিচ্ছি:

(i)যে ক্ষেত্রে প্রার্থী/ছাত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং কোনও বিলম্ব ছাড়াই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে এবং প্রশ্নটি মেডিকেল কোর্সে ভর্তির বিষয়ে, সংশ্লিষ্ট আদালত অগ্রাধিকার দিয়ে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্যধারা নিষ্পত্তি করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করবে।

(ii)ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, যদি আদালত খুঁজে পায় যে প্রার্থীকে দায়ী করার মতো কোনও দোষ নেই এবং প্রার্থী কোনও বিলম্ব না করে দ্রুত তার আইনী অধিকার অনুসরণ করেছেন এবং কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কেবল ত্রুটি রয়েছে এবং/অথবা ভর্তির প্রক্রিয়ায় নিয়ম ও বিধিমালা এবং সম্পর্কিত নীতিগুলির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন রয়েছে যা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সমতা ও সমান আচরণের অধিকার লঙ্ঘন করবে এবং যদি নির্ধারিত সময়সূচী ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে যায়, সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য, আদালত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এবং বিরলতম ক্ষেত্রে আসন বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে একই বছরে ভর্তির নির্দেশ দেয়, তবে এটি এক বা দুটির বেশি আসন হওয়া উচিত নয় এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এই জাতীয় ভর্তির আদেশ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে এক মাসের মধ্যে, অর্থাৎ, কাট অফ তারিখের অধীনে, এবং কোনও আদালতে ভর্তির আদেশ দেওয়া হবে না।যাইহোক, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে এই ধরনের ছাড় শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এবং বিরলতম ক্ষেত্রেই দেওয়া যেতে পারে। এই ধরণের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে, আদালত এমন একজন প্রার্থীর ভর্তি বাতিলের আদেশও দিতে পারে যিনি মেধা তালিকার নীচের দিকে আছেন, যদি ``অবৈধভাবে ভর্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এমন একজন মেধাবী`` প্রার্থীকে

ভর্তি দেওয়া হত, তবে আদালত যদি উপযুক্ত এবং যথাযথ মনে করেন, তবে ভর্তি বাতিলের জন্য আবেদন করা একজন শিক্ষার্থীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে।

(iii)যদি আদালতের মনে হয় যে, শিক্ষাবর্ষে এবং যেখানেই আদালত দেখে যে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ স্বেচ্ছাচারী এবং নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করেছে, অথবা প্রসপেক্টাস শিক্ষার্থীদের অধিকারকে প্রভাবিত করছে, এবং যদি কোনও প্রার্থী মেধাবী বলে প্রমাণিত হয় এবং সেই প্রার্থী/ছাত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাহলে আদালত এই প্রতিক্রিয়াটি রূপ দিতে পারেন এবং পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে উপযুক্ত আসন সংখ্যা বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়ে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে এই প্রার্থীকে ভর্তি মঞ্জুর করার নির্দেশ দিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে এবং এই ধরণের ঘটনার ক্ষেত্রে, যদি দেখা যায় যে ব্যবস্থাপনার ভুল ছিল এবং ভুলভাবে মেধাবী প্রার্থীকে ভর্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তাহলে আদালত সেই বছরের ব্যবস্থাপনা কোটায় আসন সংখ্যা হ্রাস করার নির্দেশ দিতে পারেন, অর্থাৎ, যে সকল শিক্ষার্থী/ছাত্র অবৈধভাবে ভর্তি হতে অস্বীকৃত হয়েছেন, তাদের পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে বরাদ্দকৃত আসন থেকে ভর্তি করা হবে। ব্যবস্থাপনা কোটায়।

(iv)ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করা একটি অতিরিক্ত প্রতিকার হতে পারে কিন্তু ক্ষতিপূরণ প্রতিকারের বিকল্প নয়। অতএব,যেকোনো উপযুক্ত ক্ষেত্রে আদালত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারে এমন একজন মেধাবী প্রার্থীকে যার কোনও দোষ ছাড়াই একটি পূর্ণ শিক্ষাবর্ষ হারাতে হয়েছে এবং যাকে একই শিক্ষাবর্ষে ভর্তির কোনও ছাড় দেওয়া যায়নি।

(v) এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে উপরোক্ত নির্দেশাবলী শুধুমাত্র এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য প্রযোজ্য এবং আমরা স্নাতকোত্তর মেডিকেল কোর্স নিয়ে আলোচনা করিনি।

১০)উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, জেসমিন কৌর (উপরোক্ত)-র ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্ত বা উপরের অবস্থানের বিপরীতে অন্য কোনও সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে। আশা (উপরোক্ত)-র ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্ত এতদ্বারা উপরোক্ত পরিমাণে নিশ্চিত করা হয়েছে। রেফারেন্সের উত্তর সেই অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে।

দিব্যা পান্ডে রেফারেন্সের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen